সংবাদ

তারিখ ... 11 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৫ ...

দিনাজপুরে ৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ মাসেও শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা অসম্ভব

চিত্ত ঘোষ, দিনাজপুর

নির্বাচনী ব্যাপক তাণ্ডবে ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত দিনাজপুরের ৮টি উপজেলার ৯৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮২ লক্ষ টাকার ক্ষতি সাধন করেছে বিএনপি-জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মী। আগুন লাগিয়ে বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা, আসবাবপত্র, বই, শিশু শ্রেণির উপকরণ এবং পাঠ্য সামগ্রী পোড়ানো হয়েছে। বীরগঞ্জ উপজেলার ২২টি বিদ্যালয়েই চালানো হয়েছে ব্যাপক লুটতরাজ। দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, গত ৫ জানুয়ারীর শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

শিক্ষা : কার্যক্রম চালু

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

১০ম সংসদ নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত দিনাজপুর জেলার ৮টি উপজেলার ৯৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নজিরবিহীন তাণ্ডব, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ চালিয়ে ক্ষতি করা হয়েছে প্রায় ৮২ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য সামগ্রী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চিরিরবন্দর উপজেলায় ২৩টি বিদ্যালয়ের ১৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা, বীরগঞ্জ উপজেলার ২২টি বিদ্যালয়ের ২০ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, খানসামা উপজেলার ২১টি বিদ্যালয়ের ১৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, পার্বতীপুর উপজেলার ১৫টি বিদ্যালয়ের ৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, দিনাজপুর সদর উপজেলার ৭টি বিদ্যালয়ের ৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, ঘোড়াঘাট উপজেলার ৭টি বিদ্যালয়ের ১০ লক্ষ টাকা, নবাবগঞ্জ উপজেলার ২টি বিদ্যালয়ের সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা এবং কাহারোল উপজেলার ২টি বিদ্যালয়ের ১ লক্ষ টাকার ক্ষতিসাধিত হয়েছে।

নির্বাচন বিরোধী বিএনপি-জামায়াত-শিবির তথা ১৮ দলের কর্মীরা গত ৪ ও ৫ জানুয়ারী ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ৯৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নজিরবিহীন সন্ত্রাস ও তাণ্ডব চালায়। আগুন লাগিয়ে বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, আলমারী, বই, সিলিং ও টেবিল ফ্যান, তৈজসপত্র, জাতীয় পতাকা, শিশু শ্রেণীর সকল উপকরণ, শিক্ষা ও পাঠ্য উপকরণ, মাইক এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভস্মিভূত হয়। বীরগঞ্জ উপজেলার ২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের সাথে সাথে ব্যাপক লুটতরাজ চালানো হয়।

৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর মত পরিবেশ ও সুযোগ না থাকায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী চরম সমস্যার সম্মুখিন হয়েছেন। আগামী ১ মাসেও পুরোদমে ক্ষতিগ্রস্থ বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে না বলে জানা যায়।

জেলার ক্ষতিগ্রস্থ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রনালয়ে ২/১ দিনের মধ্যে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।